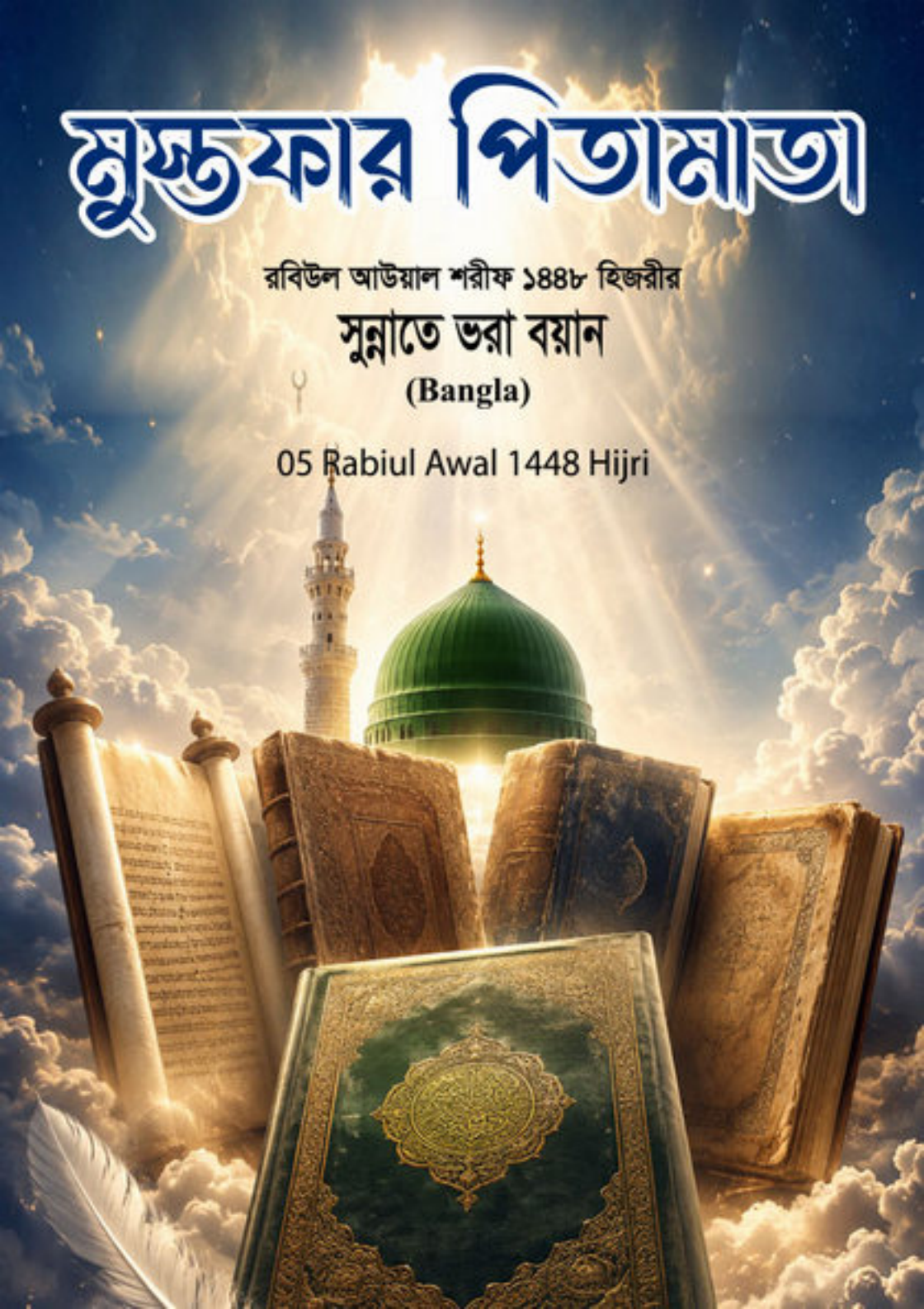
মুস্তফার পিতামাতা

রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৮ হিজরীর

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

05 Rabiul Awal 1448 Hijri



৫ই রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ১৯ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

মুস্তফার পিতামাতা

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত
- ★... লাত ও উযযার আর্তনাদ
- ★... হযরত আব্দুল্লাহর একটি কারামত
- ★... আহলে সুন্নাতের দুটি সত্য ও সঠিক আকিদা

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়ত ৪
নূরে ঝলমল চেহারা ৪
হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈমানদীপ্ত স্বপ্ন ৬
নূরে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকত ৮
লাত ও উযযার আর্তনাদ ৯
ইয়ামেনী আলিমের ভবিষ্যদ্বাণী ১১
হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ১২
'আমেনা' নামের ব্যাখ্যা ১২
জাহেলী যুগেও পর্দার গুরুত্ব ১৩
বেপর্দা হওয়া হলো উল্টো বুদ্ধির মানুষের পদ্ধতি ১৩
হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি কারামত ১৫
হযরত আব্দুল্লাহ ও আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মোবারক বিবাহ ১৫
মুস্তফার পিতামাতা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সাহাবী ছিলেন ১৭
আহলে সুন্নাতের দু'টি সত্য ও বিশুদ্ধ আকিদা ১৭
দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: নেক আমল ২০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করে, তার অন্তর কপটতা থেকে এইভাবে পবিত্র করা হয় যেভাবে পানি দ্বারা কাপড় পবিত্র করা হয়। **(আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ২৭৭)**

عاصیو جُرم کی دوا ہے دُرود — کیا دواعینِ کیمیا ہے دُرود
ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ — کرتا معدوم اور فنا ہے دُرود
چھوڑیو مت دُرود کو کافی — راہِ جنت کا رہنما ہے دُرود

আসিও জুরম কী দাওয়া হে দুরুদ
কিয়া দাওয়া এ্যয়নে কিমিয়া হে দুরুদ
এক সায়াত মে উমর ভর কে গুনাহ
করতা মা'দুম আওর ফানা হে দুরুদ
ছোড়িয়ো মত দুরুদ কো কাফী
রাহে জান্নাত কা রেহনুমা হে দুরুদ **(নাতে কাফী, পৃষ্ঠা: ৩৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদব সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূরে ঝলমল চেহারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মুহাম্মাদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি স্বপ্ন দেখলেন: একটি গাছ যার উপরের অংশ আসমান স্পর্শ করছে এবং ডালপালা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকে একটি নূর প্রকাশ পাচ্ছে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। আরব ও আজম (সমগ্র জগত) তাঁর সামনে সিজদায় অবনত এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই নূর বেড়েই চলেছে। কুরাইশদের একটি দল তার ডালপালা ধরে ঝুলে আছে আর কিছু কুরাইশ তা কাটার চেষ্টা করছে কিন্তু যখনই কুরাইশরা সেই গাছের নিকটবর্তী হয়, একজন সুন্দর যুবক তাদের পেছনে ঠেলে দেয়। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান হযরত আব্দুল মুত্তালিব

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর ব্যক্তি কখনো দেখিনি, না তাঁর সুগন্ধির চেয়ে উত্তম সুগন্ধির কখনো ঘ্রাণ নিয়েছি। কুরাইশদের যারা গাছ কাটতে চায়, সেই যুবক তাদের পাঁজরের হাড় ভেঙে দেয় এবং তাদের অন্ধ করে দেয়। যখন চোখ খুলল, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাদাজান হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুব ভীত ছিলেন, চেহারার রং বদলে গিয়েছিল। এই অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কুরাইশদের একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর নিকট পৌঁছলেন। তাকে স্বপ্ন শোনানোর পর তারও রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এরপর সে জানাল: যদি এই স্বপ্ন সত্য হয়, তবে আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হবেন এবং মানুষ তাঁর অনুসরণ করবে।

(দালায়িলুন নবুওয়াহ, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা: ৫৪)

হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হলো। কিছুকাল পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত ফাতিমা বিনতে আমর মাখযুমীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে বিবাহ করলেন। তাঁদের ঔরসে মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শুভাগমন হলো। এরপর তাঁর ঘরেই দোজাহানের মালিক, নূরে খোদা, আহমদে মুজতাবা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন।

خدا نے بھیج کے نورِ نبی کو آپ کے گھر | بتا دیا ہمیں راشد ہیں پیارے عبداللہ

খোদা নে ভেজ কে নূরে নবী কো আপ কে ঘর
বাতা দিয়া হামেঁ রাশিদ হে পেয়ারে আব্দুল্লাহ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর যেহেতু মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কপালে ছিল, তাই যখন তাঁর জন্ম হলো তখন তাঁর চেহারা নূরে ঝলমল করছিল। যেমনটি:

হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: যখন হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্ম হলো, তাঁর চেহারা নূরে এমনভাবে ঝলমল করছিল যেমন সূর্য চমকায়। সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দেখে বললেন: এই শিশুর অনন্য শান রয়েছে।

(খাসায়িসুল কুবরা, ১/৮৩)

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঈমানদীপ্ত স্বপ্ন

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরও বর্ণনা করেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম হযরত আব্দুল্লাহর দেহ থেকে একটি সাদা পাখি বের হলো এবং উড়ে গিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এরপর তা কাবা শরীফের উপর এসে বসল। সমস্ত কুরাইশ তার সামনে সিজদায় পড়ে গেল। এরপর তা আকাশ ও জমিনের মাঝে উড়তে লাগল। কুরাইশদের একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী জানাল: এই স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে হযরত আব্দুল্লাহর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসীরা তাঁর অনুসরণ করবে। **(খাসায়িসুল কুবরা, ১/৮৩)**

نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئیں | ہو چشمِ عدل تو شاہد ہیں پیارے عبداللہ

নবী কে সদকে মেঁ কিয়া কিয়া এনায়েতেঁ না হুয়িঁ
হো চশমে আদল তো শাহিদ হে পেয়ারে আব্দুল্লাহ

অর্থাৎ মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর আল্লাহ পাক আপন নবীর সদকায় অনেক নেয়ামত দান করেছেন। যদি ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তবে এই নেয়ামতগুলোর উপর হযরত আব্দুল্লাহর সত্তা সাক্ষী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিঃসন্দেহে পবিত্র এবং বনু হাশিমের নেক চরিত্রকান ও সবচেয়ে সুন্দর যুবক ছিলেন। বাহ্যিক রূপ-মাধুর্য এবং বাতেনী গুণাবলী ও চরিত্রে কুরাইশ বংশ তো বটেই বরং পুরো বাতহা উপত্যকা অর্থাৎ মক্কা মুকাররামায় তাঁর কোনো সমতুল্য ছিল না। তিনি ছিলেন উচ্চ চরিত্রের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আর হবেনই না কেন, তিনি তো এমন এক সত্তার পিতা হতে যাচ্ছিলেন যাঁর জন্য এই বিশ্বজগত সাজানো হয়েছে, যাঁকে দিয়ে দুনিয়াকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করা হবে। তিনি, যিনি মানবতার ইজ্জত, সম্মান ও উভয় জগতের খুশি ও সফলতার বার্তা নিয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ আনতে যাচ্ছিলেন।

মুস্তফার পিতার শান দেখুন! তাঁকে সেই রূপ-লাবণ্য দেওয়া হয়েছিল যা কুরাইশদের অন্য কারো মাঝে ছিল না। **মুস্তফার পিতার শান দেখুন!** নেক গুণাবলীতে তাঁর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। **মুস্তফার পিতার শান দেখুন!** তাঁর থেকে দুটি নূর বের হতো; একটি পূর্বকে এবং অন্যটি পশ্চিমকে ঢেকে দিত। **মুস্তফার পিতার শান দেখুন!** তিনি যে শুকনো গাছের নিচে বসতেন তা সতেজ হয়ে যেত এবং তাঁর সম্মানে ঝুঁকে যেত। **মুস্তফার পিতার শান দেখুন!** তিনি যখন লাত ও উযযা মূর্তির কাছ দিয়ে যেতেন তখন সেগুলো থেকে বিড়ালের মতো চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ আসত।

মুস্তফার পিতার শান দেখুন! আল্লাহ পাক তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং অশ্বারোহী পাঠিয়ে তাঁর উপর আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে নিরাপত্তার সাথে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

والدِ مصطفےٰ جنتی جنتی
مادرِ مصطفےٰ جنتی جنتی
والدینِ مصطفےٰ جنتی جنتی

ওয়ালিদে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী
মাদারে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত

মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক কপালে নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উজ্জ্বল ছিল। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বরকতসমূহ দেখতেন। একদিন তাঁর পিতা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে হাজির হয়ে জানালেন: আমার থেকে দু'টি নূর বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ে; সেগুলোর একটি পূর্বকে এবং অন্যটি পশ্চিমকে ঢেকে দেয়। এরপর এই দু'টি নূর গোলাকার ঘুরে মেঘের মতো হয়ে যায়। এরপর আসমান উন্মুক্ত হয় এবং নূর দু'টি আসমানে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসে। এছাড়া আমি যেখানেই বসি জমিন থেকে আওয়াজ আসে: হে তিনি,(মহান ব্যক্তি) যাঁর মাঝে নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে! আপনার উপর সালাম হোক। যখন আমি শুকনো জমিন বা শুকনো

গাছের নিচে বসি, তা তৎক্ষণাৎ সবুজ হয়ে যায় এবং তার ডালপালা আমার উপর ঝুঁকে পড়ে। যখন সেখান থেকে উঠে যাই, তখন সেটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এটি শুনে হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: পুত্র! মুবারকবাদ! আমি আশা করছি যে, সম্মানিত নূর যার প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা তোমার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে। তোমার জন্মের আগে আমি যেসব স্বপ্ন দেখেছি সেগুলোতে এই ইঙ্গিত ছিলো যে, তুমি উভয় জগতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত রাসূলে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিতা হবে। **(তারিখুল খামীস, ১/৩৩১)**

লাত ও উযযার আর্তনাদ

মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখনই আরবের বড় দুই মূর্তি "লাত ও উযযা" এর কাছে যেতেন, সেগুলো বিড়ালের মতো চিৎকার করে কাঁদত এবং বলত: হে তিনি, (মহান ব্যক্তি) যাঁর মাঝে নূরে মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে! আপনার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক!! আমাদের এবং দুনিয়ার সমস্ত মূর্তির ধ্বংস মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যের হাতেই হবে। **(তারিখুল খামীস, ১/৩৩১)**

شک ان کے ایمان پہ کرنے سے پہلے یاد رکھو | مرے رسول کے والد ہیں پیارے عبداللہ

শক উন কে ঈমান পে করনে সে পেহলে ইয়াদ রাখো
মেরে রাসূল কে ওয়ালিদ হে পেয়ারে আব্দুল্লাহ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এমন পরিবারে পাঠিয়েছেন যাঁর বংশ মর্যাদার উপর কোনো অপবাদ

ছিল না। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতা ও মাতা উভয়ের বংশ আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র, শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় এবং শ্রেষ্ঠ শাখা থেকে ছিলো। এটিও সত্য যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুরো বংশলতিকা সম্মানিত ও নামী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত। তাঁরা সবাই নিজ জাতির সরদার ও পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং সমাজে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় আসীন ছিলেন। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বপুরুষগণ সবাই আল্লাহ পাককে এক বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতেন।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কখনো মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়নি কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে উত্তম দলে রেখেছেন। আমি আমার পিতা-মাতা থেকে এমনভাবে জন্মগ্রহণ করেছি যে, জাহেলী যুগের কোনো বিষয় আমার নিকট পৌঁছায়নি। আমি আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত খাঁটি ও সঠিক বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছি; সুতরাং আমার সত্তা তোমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আমার পিতা তোমাদের সবার পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৩০/২৮২)

والدِ مصطفٰے　　جنتی جنتی
مادرِ مصطفٰے　　جنتی جنتی
والدینِ مصطفٰے　　جنتی جنتی

ওয়ালিদে মুস্তফা　　জান্নাতী জান্নাতী
মাদারে মুস্তফা　　জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে মুস্তফা　　জান্নাতী জান্নাতী

হে আশিকানে রাসূল! আমরা শুনলাম যে, মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুরাইশদের মধ্যে এবং আপন সকল ভাইবোনদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূর যে পৃষ্ঠদেশসমূহ থেকে এসেছে, তাঁরা সবাই আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ঈমান রাখতেন। আসুন এবার সম্মানিতা মাতা হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আলোচনা শুনি যে, আল্লাহ পাক আপন নবীর নূরের জন্য তাঁকে কীভাবে নির্বাচিত করেছেন:

ইয়ামেনী আলিমের ভবিষ্যদ্বাণী

হুযূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর জন্য এমন এক নারীর সন্ধানে ছিলেন যিনি রূপ-মাধুর্যের পাশাপাশি উচ্চ আচরণ ও চরিত্রের অধিকারী হবেন এবং বংশ ও পবিত্রতায় অনন্য হবেন। তিনি বলেন: শীতকাল ছিল, আমরা বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে ইয়ামেন গেলাম। সেখানে যাবুর শরীফের উপর বিশ্বাসী একজন আলিমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাঁর জিজ্ঞাসায় আমি জানালাম যে, আমি কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের। তিনি আমার চেহারার কিছু অংশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার এক হাতে বাদশাহী এবং অন্য হাতে নবুওয়াত রয়েছে; কিন্তু এটি কীভাবে সম্ভব...!! আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী নবুওয়াত তো বনু যুহরার অংশে। এরপর তিনি বললেন: আপনি যখন ফিরে যাবেন তখন বনু যুহরায় বিবাহ করাবেন।

(মুস্তাদরাক, ৩/৪৯৭, হাদীস: ৪২৩২)

হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

‘বনু যুহরা’ কুরাইশ বংশের একটি শাখা। হযরত আমেনা বিনতে ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যাঁর সম্পর্ক বনু যুহরার সাথে ছিল, বংশ মর্যাদা ও স্তরের দিক থেকে সেই সময়ের সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি উচ্চতর গুণাবলী ও চরিত্র এবং বাতেনী উৎকর্ষ দ্বারা ধন্য করেছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁকে “হাকিমা” বলে ডাকা হতো। **(তারিখুল খামীস, ১/৩৩৫)**

‘আমেনা’ নামের ব্যাখ্যা

মুফাসসীরে কুরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমেনা শব্দের অর্থ হলো; ঈমানওয়ালী বিবি বা আমানওয়ালী বিবি বা আমানতওয়ালী বিবি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। আরও বলেন: ‘আমেনা’ শব্দে ৪টি অক্ষর আছে: ১. আলিফ, ২. মীম, ৩. নুন এবং ৪. হা। ‘আলিফ’ দ্বারা আল্লাহর দিকে ইশারা, ‘মীম’ দ্বারা মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিকে, ‘নুন’ দ্বারা নূরের দিকে এবং ‘হা’ দ্বারা হেদায়েতের দিকে।

تم سے ایمان وامانت اور امن	تم سے فیضاں، تم سے عرفاں آمنہ
آمنہ کے تین معنٰی بالیقیں	باامانت، امن وایماں آمنہ
تم سے اللہ و محمدؐ ہیں عیاں	نور وہدیٰ تم میں پنہاں آمنہ

তুম সে ঈমান ও আমানত আওর আমান
তুম সে ফয়যান, তুম সে ইরফান আমেনা
আমেনা কে তিন মা’না বিল ইয়াকিঁ
বাআমানত, আমান ও ঈমান আমেনা

তুম সে আল্লাহ ও মুহাম্মদ হে আইয়াঁ
নূর ও হুদা তুম মে পিনহাঁ আমেনা

(রাসায়িলে নঈমিয়া, দেওয়ান সালিক, পৃষ্ঠা: ৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহেলী যুগেও পর্দার গুরুত্ব

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا পবিত্রা, পর্দানশীন এবং ঘরের চার দেয়ালের ভেতর থেকে পুরুষদের সাথে মিলামেশা থেকে বেঁচে থাকা এক নারী ছিলেন।

(রাসায়িল ইমাম জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা: ১৭)

বেপর্দা হওয়া হলো উল্টো বুদ্ধির মানুষের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের আগেকার যুগে যখন শুধু বেপর্দাই নয় বরং অশ্লীলতাও ব্যাপক ছিল, সেই যুগ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

سُبْحٰنَ الله! মুস্তফার আম্মাজান হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এমন পরিবেশেও পর্দানশীন ও লজ্জাশীল ছিলেন। জানা গেল; উচ্চ চরিত্রের মানুষ যুগের অন্ধ অনুকরণ করে না বরং বিবেক ও প্রজ্ঞা দিয়ে কাজ করে এবং উচ্চ চরিত্র ও আচরণ গ্রহণ করে। এছাড়া এটিও জানা গেল যে, জাহেলী যুগেও বেপর্দা হওয়া ছিল বুদ্ধিহীন বরং উল্টো বুদ্ধির মানুষদের পদ্ধতি, নতুবা সেই সময়ের মানুষ পর্দানশীন নারী হযরত আমেনা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ‘হাকিমাহ’ অর্থাৎ বুদ্ধিমতী ও প্রজ্ঞাবান নারীর উপাধি দিত না। **সায়্যিদা আমেনা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **এর শান দেখুন যে,** আল্লাহ পাক তাঁকে আপন মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য মাতা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। **সায়্যিদা আমেনা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **এর শান দেখুন যে,** তিনি আপন জাতির মধ্যে উচ্চ বংশীয় ছিলেন। **সায়্যিদা আমেনা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **এর শান দেখুন যে,** তিনি খুবই অভিজাত ছিলেন। **সায়্যিদা আমেনা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **এর শান দেখুন যে,** তিনি নিজ সময়ের সবচেয়ে নেক গুণাবলীসম্পন্ন সাহাবীয়া নারী ছিলেন। **সায়্যিদা আমেনা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **এর শান দেখুন যে,** তাঁর চরিত্র ও আচরণ অত্যন্ত উচ্চ ছিল। **সায়্যিদা আমেনা** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **এর শান দেখুন যে,** তিনি অত্যন্ত পবিত্রা ছিলেন। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ১/৬০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে, সায়্যিদা, তাহেরা, সম্মানিতা আম্মাজান হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জাহেলী যুগে পর্দাশীল ছিলেন। আল্লাহ পাক ইসলামের মাধ্যমে মহিলাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই নির্দেশ অসংখ্য হিকমত সম্বলিত। পর্দা মহিলাদের সম্মানের সংরক্ষক, পর্দা অন্তরের শুদ্ধতা এবং পবিত্রতার মাধ্যম, পর্দা মহিলাদের প্রাকৃতিক লজ্জার দাবী। পর্দা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভিত্তিতে চেহারার ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায়, পর্দা ত্বককে গরমের তাপে পুরে যাওয়া থেকে বাঁচায় এবং পর্দা চেহারার বিভিন্ন রোগের কারণ হওয়া মাটি ও ধুলাবালির কণা থেকে বাঁচায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়গুলো বলার উদ্দেশ্য হলো যে, আমরা যেন আমাদের ঘরের দিকে নজর দিই। এই বেপর্দা হওয়ার কুফল

কি আমাদের ঘরে পাওয়া যাচ্ছে? যদি এমন হয় তবে আমাদের নেকীর দাওয়াত দিয়ে পর্দা করাতে হবে। কারণ বেপর্দা হওয়া জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম এবং আমাদের কুরআনে পাক নির্দেশ দিয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর।

হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর একটি কারামত

হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর পিতা হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একদিন শিকারের জন্য জঙ্গলে গেলেন। সেখানে তিনি একটি অদ্ভূত দৃশ্য দেখলেন; হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি শিকারের জন্য এসেছিলেন, জঙ্গলে একা রয়েছেন এবং ইহুদীদের প্রায় ৯০ জন ব্যক্তি খোলা তলোয়ার নিয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছে। হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একজন কুরাইশ যুবককে বিপদে দেখে আমি তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই হঠাৎ কিছু অশ্বারোহী আবির্ভূত হলো। তারা সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। তারা এসেই ইহুদী বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের তাড়িয়ে দিল এবং মুস্তফার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে হিফাযতের সাথে তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিল। **(তারিখুল খামীস, ১/৩৩৪)**

হযরত আব্দুল্লাহ ও আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর মোবারক বিবাহ

এই দৃশ্য দেখে হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি খুবই মুগ্ধ হলেন এবং মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, আপন নয়নমণি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর বিবাহ তাঁর সাথেই করাবেন। বাড়িতে এসে

তিনি আপন পত্নী অর্থাৎ হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আম্মাজান হযরত বিররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে পুরো ঘটনা শোনালেন এবং বললেন: আব্দুল্লাহ কুরাইশদের সবচেয়ে সুন্দর ও উচ্চ বংশীয়, আমি আমার মেয়ে আমেনার জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে পছন্দ করি না। এরপর তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। খোদার শান যে, হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপন নয়নমণি হযরত আব্দুল্লাহর জন্য যেমন নারী খুঁজছিলেন, সেই সমস্ত গুণাবলী হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাঝে পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই সম্পর্কটি হাসিমুখে কবুল করে নিলেন। **(তারিখুল খামীস, ১/৩৩৪)** অতএব ২৪ বছর বয়সে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ হয়ে গেল। **(সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা: ৫৯)**

آئی ندا کہ آمنہ جاگے تیرے نصیب
گودی میں تو کھلائے گی آج اپنے لال کو
آئیں گے تیری گود میں اللہ کے حبیب
اللہ نے کیا ماہِ کامل ہلال کو

আয়ি নিদা কেহ আমেনা জাগে তেরে নসিব
আয়েঙ্গে তেরী গোদ মে আল্লাহ কে হাবীব
গোদি মে তু খিলায়িগি আজ আপনে লাল কো
আল্লাহ নে কিয়া মাহে কামিল হিলাল কো

(মিরআতিল মানাজিহ, ৮/২১)

والدِ مصطفےٰ جنتی جنتی مادرِ مصطفےٰ جنتی جنتی
والدینِ مصطفےٰ جنتی جنتی والدینِ مصطفےٰ جنتی جنتی

ওয়ালিদে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী মাদারে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী ওয়ালেদাইনে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুস্তফার পিতামাতা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সাহাবী ছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীদের সুলতান, রাসূলে যীশান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য হায়াতে জাগ্রত চোখে ঈমানের সাথে যিয়ারতকারী এবং ঈমান নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারীকে ‘সাহাবী’ বলা হয়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সাহাবী ছিলেন এবং সাহাবী হিসেবেও কেমন অনন্য যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দান ক্রমে তাঁদেরকে জীবিত করেছেন, নিজের নূরানী চেহারা দেখিয়েছেন, কালেমা পড়িয়েছেন এবং উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে সাহাবিয়্যতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এমন সাহাবিয়্যত আর কারো ভাগ্যে জুটেনি।

আহলে সুন্নাতের দু’টি সত্য ও বিশুদ্ধ আকিদা

হে আশিকানে রাসূল! ‘সাহাবী’ অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আহলে হক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ২টি আকিদা হলো: ১. কোনো ওলী যতই বড় মর্যাদার হোন না কেন, কোনো সাহাবীর স্তরে পৌঁছাতে পারবেন না। ২. সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম জান্নাতী, তাঁরা জাহান্নামের সামান্য আওয়াজও শুনবেন না।

ہر صحابیِ نبی! جنتی! جنتی!
والدینِ نبی جنتی! جنتی!
হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী! জান্নাতী!
ওয়ালেদাইনে নবী! জান্নাতী! জান্নাতী!

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা কি সাহাবীদের শান জানেন! সাহাবীদের শান হলো যে, তাঁদের সম্মান করার নির্দেশ আল্লাহ পাকের

সর্বশেষ নবী দিয়েছেন। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৫২২, হাদীস: ২১৬৫)** সাহাবীদের শান হলো যে, তাঁদের উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বলা হয়েছে। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৫২২, হাদীস: ২১৬৫)** সাহাবীদের শান হলো যে, তাঁদের দর্শনকারীকে আগুন স্পর্শ করবে না। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮৬৯, হাদীস: ৩৮৬২)** সাহাবীদের শান হলো যে, তাঁদের ভালবাসা হলো আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা হলো আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮৭০, হাদীস: ৩৮৬৬)** এবং তাঁদের প্রতিরক্ষা দানকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মাদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিফাযতে থাকবে।

(ফাযায়িলে সাহাবাহ আহমদ বিন হাম্বল, ১/৬৩)

প্রিয় মুস্তফার পিতামাতা সাহাবী এবং প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী। **প্রিয় মুস্তফার পিতামাতা সাহাবী** এবং সাহাবীরা এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। **প্রিয় মুস্তফার পিতামাতা সাহাবী** এবং প্রত্যেক সাহাবী এই উম্মতের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম। **প্রিয় মুস্তফার পিতামাতা সাহাবী** এবং সাহাবীর প্রতি ভালবাসা রাখা হলো প্রিয় নবীর প্রতি ভালবাসা আর তাঁদের সাথে বিদ্বেষ রাখা হলো প্রিয় নবীর প্রতি বিদ্বেষ রাখা। **প্রিয় মুস্তফার পিতামাতা সাহাবী** এবং যে সাহাবী যে স্থানে ইন্তিকাল করেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের অগ্রগামী এবং তাঁদের জন্য নূর হবেন।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মের আগেই তাঁর শুভাগমনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মানুষ তাঁর নবুওয়াত, তাঁর মূর্তিপূজা বন্ধ করা এবং অন্যান্য গুণাবলীর খুতবা পড়ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক আজব বিষয় নিজে দেখেছিলেন। সায়্যিদা আমেনা খাতুন رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বিলাদতে

পাকের দিনগুলোতে অনেক মুজিযা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আসহাবে ফীলের অদ্ভূত ঘটনা দেখেছিলেন যে, হস্তী বাহিনীকে আবাবিল ধ্বংস করে দিয়েছিল। প্রতি মাসে একজন নবী স্বপ্নে হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদ ও তাঁর গুণাবলীর সংবাদ দিতে থাকতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মুস্তফার বিলাদতের সময় মক্কায় থেকে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ দেখে নিয়েছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আপন নয়নমণির নবুওয়াত প্রকাশের আগেই তাঁর নবী হওয়ার সত্যায়ন করেছিলেন। যেমনটি:

একবার হযরত হালীমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا প্রিয় মুস্তফার আম্মাজান হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট আরয করলেন যে, আপনার কলিজার টুকরোর বক্ষ মুবারক বিদির্ণ করা হয়েছে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন: ভয় পেও না! তিনি সত্য নবী, শয়তান বা অন্য কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যাকে আল্লাহ পাক এই জ্ঞান দিয়েছেন যে, তাঁর পুত্র সর্বশেষ নবী; তাঁদের ঈমানে কি সন্দেহ করা যেতে পারে?

প্রিয় মুস্তফার পিতামাতা আল্লাহ পাকের উপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁকে এক বলে মানতেন, তবেই তো তাঁদের নাম আব্দুল্লাহ এবং আমেনা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ এর অর্থ হলো; আল্লাহর বান্দা এবং আমেনা এর অর্থ হলো; আল্লাহর আমানত রক্ষাকারী বা দুনিয়াকে শান্তি দানকারী বিবি অথবা ঈমানওয়ালী। এই নামগুলোই বলে দেয় যে, তাঁদের আল্লাহর উপর ঈমান ছিল এবং তাঁরা শিরিক থেকে পবিত্র ছিলেন।

والدِ مصطفٰے　　جنتی جنتی
مادرِ مصطفٰے　　جنتی جنتی
والدینِ مصطفٰے　　جنتی جنتی

ওয়ালিদে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী
মাদারে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে মুস্তফা জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: নেক আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলে রাসূল ও আসহাবের ভালবাসায় সিক্ত হওয়া এবং আদব ও চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে গুনাহ ছাড়ার, নেকী করার এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা তৈরি হবে। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো ‘নেক আমল’।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের আত্মশুদ্ধির এক সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন এবং তা হলো: ‘নেক আমল’ পুস্তিকা। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন, চাইলে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিন; বরং আরও সহজতা চাইলে নিজের মোবাইলে ‘Naik Amaal’ অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিন। এটি পড়ুন, এর অনুযায়ী জীবন যাপন করুন এবং প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যালোচনা করুন। اِنْ شَآءَ الله

গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকী করার প্রেরণা জাগ্রত হবে, হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হবে এবং চরিত্র উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد